মাতৃভাষা পিডিয়া ও নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ ২০২২

দিনাজপুর ও পঞ্চগড়

২৮-৩০ জুন, ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাতৃভাষা পিডিয়া ও নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ ২০২২

দিনাজপুর ও পঞ্চগড়

২৮-৩০ জুন, ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাতৃভাষা পিডিয়া ও নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ ২০২২

সম্পাদক

প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মোঃ আজহারুল আমিন

যুগ্ম-সম্পাদক

শাহ্‌নাজ পারভীন

সহ-সম্পাদক

ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অনুক্রমণিকা	৪
পরিদর্শন দলের সদস্যবৃন্দ	৫
পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহ	৫
নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি	৭
নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ	৭
পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন	১০
নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা	১১
উপক্রমণিকা	১২
তথ্যসূত্র	১২
নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ কাজে সহায়তাকারীগণ	১৩

অনুক্রমণিকা

বাংলাদেশ একটি মিশ্র জাতির দেশ। ফলে এদেশের মানুষের ভাষা ব্যবহারেও ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা যেমন উপভাষাগত তেমনি ভাষাগত। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকলের মাতৃভাষা রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। ভাষা-ভিন্নতা বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রধান ভাষা বাংলা। এছাড়া বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১১ সালের সমীক্ষায় ২৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তথ্য আছে। তবে ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠীর দাবি ছিলো এই সংখ্যা আরও বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Summer Institute of Linguistics থেকে প্রকাশিত *Ethnologue*-এর ২৫তম সংস্করণ অনুসারে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকৃতি আছে অন্তত ৪৪টি ভাষার (Ethnologue, 2022)। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৪ সাল থেকে ৩ বছর ব্যাপী বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর ভাষার উপরে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও নৃগোষ্ঠীগুলোর দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বাংলা ভাষার বাইরে ৪০টি নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে (বাংলা নিউজ, ২০১৭)। নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষাগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ না নিলে সময়ের বিবর্তনে সেগুলো বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিপন্ন ভাষা বাঁচিয়ে রাখতে হলে ভাষার প্রামাণ্যকরণ বা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকাংশ নৃভাষার কোনো লিখিতরূপ নেই এবং কোনো নৃভাষারই কোনো ধরনের অভিধান-কোষ নেই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান নৃভাষার বর্তমান বিপন্ন অবস্থা বিবেচনা করে নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে *মাতৃভাষা পিডিয়া* রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। *মাতৃভাষা পিডিয়া* রচিত হলে নৃভাষার শব্দকোষ বা অভিধান নির্মাণের কাজও এগিয়ে যাবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে মাঠ পর্যায়ে নৃভাষা তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২৮-৩০ জুন, ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি দল দিনাজপুর জেলার সদর, বিরল, বীরগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ও কাহারোল উপজেলা এবং পঞ্চগড় জেলার বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন দলের সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে মাতৃভাষা পিডিয়া প্রকাশের উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এর নেতৃত্বে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলা থেকে নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ কাজে অংশগ্রহণ করেন। দলের সদস্যগণ হলেন:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনকৃত জেলার নাম (উপজেলাসহ)
১.	প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	দিনাজপুর ১. দিনাজপুর সদর ২. বীরগঞ্জ ৩. ঘোড়াঘাট ৪. বিরল ৫. কাহারোল পঞ্চগড় ১. বোদা ২. দেবীগঞ্জ
২.	জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	
৪.	জনাব ড. নাজনিন নাহার সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা – অভিধান ও অনুবাদ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	
৫.	জনাব সংগীতা রুদ্র সহকারী পরিচালক (অর্থ ও সেমিনার) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	

পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) থেকে পরিচালিত এই পরিদর্শননের মাধ্যমে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রচলিত বিভিন্ন উপভাষা ও নৃভাষা, বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, নৃগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি পরিদর্শনকারী দলটিকে উদ্দীপ্ত করেছে। পরিদর্শনকারী দল মনে করেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাস্তবায়নকৃত নৃভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ও জীবন সম্পর্কিত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে গবেষণাধর্মী কাজে প্রয়োগ করা সম্ভব।

সে আলোকে দিনাজপুর পরিদর্শনকারী দল ও পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং নৃগোষ্ঠীদের পল্লি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১. ওরাওঁ নৃগোষ্ঠী পল্লি, দিনাজপুর সদর
২. সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী পল্লি, দিনাজপুর সদর
৩. কোচ নৃগোষ্ঠী পল্লি, দিনাজপুর সদর
৪. রাজবাড়ি, দিনাজপুর সদর
৫. রামসাগর, দিনাজপুর সদর
৬. বীরগঞ্জ সরকারি কলেজ, বীরগঞ্জ উপজেলা, দিনাজপুর
৭. কড়া নৃগোষ্ঠী পল্লি, হালজায় ঝিনাইকড়ি গ্রাম, বিরল উপজেলা, দিনাজপুর
৮. কান্তজীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন এলাকা, কাহারোল উপজেলা, দিনাজপুর
৯. নয়াবাদ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা, কাহারোল উপজেলা, দিনাজপুর
১০. জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর
১১. সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী পল্লি, বোদা উপজেলা, পঞ্চগড়
১২. দেবীগঞ্জ উপজেলা, পঞ্চগড়

দিনাজপুর সার্কিট হাউজে বঙ্গবন্ধুর মুরালের সামনে

ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর সাথে পরিদর্শনকারী দল

নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ নৃভাষা জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে সরাসরি ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেন।

নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ

দিনাজপুর সদর উপজেলার ৬২টি গ্রামে ১৭টি নৃগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে (খাতুন, ২০১৪)। ফলে এই অঞ্চলে ভাষাগত বৈচিত্র্য রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষের ভাষাগত দিক লক্ষ করলে দেখা যায়, মান বাংলা, আঞ্চলিক ভাষা এবং নৃগোষ্ঠীর ভাষা - এখানে প্রধানত তিন ধরনের ভাষাগত বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রধান তিন ধরনের ভাষার উপস্থিতির কারণে তুলনামূলকভাবে নৃভাষা সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। নৃভাষার সংকট নির্ণয়, ভাষাগুলো সংরক্ষণে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং *মাতৃভাষা পিডিয়া* রচনা – এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিদর্শনকারী দল বিভিন্ন নৃভাষার শব্দগত উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি নৃভাষা গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। একই নৃভাষার জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় তাদের নিজস্ব নৃভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নৃভাষার জনগোষ্ঠী যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সাদরি ভাষা। সাদরি ভাষাকে বাংলাদেশের নৃভাষার জনগোষ্ঠী "লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা" হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষত সাঁওতাল এবং ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর মাঝে সাদরি ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তবে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় নৃভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কোড়া নৃগোষ্ঠী। তারা নিজেদের মধ্যে কোড়া ভাষা ব্যবহার করে। আর বাঙালি ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলে। এরা সাদরি ভাষা জানে না।

সাঁওতালি নৃভাষা

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃভাষা ধরে রাখার প্রচেষ্টা তীব্র। তারা পারিবারিক এবং গোষ্ঠীগতভাবে নিজেদের সাঁওতালি ভাষার বাইরে অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করে না। পাশাপাশি বর্তমানে অলচিকি লিপির সাহায্যে লিখিত উপায়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে তারা এই ভাষা ধরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই পরিদর্শনে দেখা যায়, তারা দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত অলচিকি লিপিতে লিখিত বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করছে। তাদের মোবাইলে অলচিকি লিপি ইনস্টল করা আছে। তারা এসএমএসসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখার ক্ষেত্রে অলচিকি লিপি ব্যবহার করে। তাদের শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হার শতভাগ। ফলে নতুন প্রজন্ম স্কুলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কারণে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা এবং সাঁওতালির ভাষার যে শব্দগুলো সহজবোধ্য মনে হচ্ছে সেগুলো ব্যবহার করছে। এর মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষায় বাংলা শব্দের প্রবেশের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বাড়ছে [সাক্ষাৎকার প্রদানকারী: অনুরাধা সরেন, বয়স: ৩০, পেশা: চাকরি (সমৃদ্ধি গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র), দিনাজপুর সদর; সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৮/০৬/২০২২ এবং জনাব বেঞ্জামিন বাস্কে, বয়স: ৫৯, পেশা: কৃষিকাজ (একটি যাত্রাদলের মালিক), উপজেলা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়; সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৯/০৬/২০২২]। অলচিকি লিপির ছবি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ওরাওঁ নৃভাষা

ওরাওঁদের নিজস্ব লিপি না থাকায় তাদের ভাষা সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে তারা বাংলা লিপি ব্যবহার করে। তাদের লিখিত বেশ কিছু বই আছে। সংগৃহীত ওরাওঁ ভাষার কিছু শব্দ হলো –

বাংলা ভাষা	ওরাওঁ ভাষা
বাবা	বাবা
মা	আইয়ো, ইয়ো
বাড়ি	ঘার, পা
আমার স্বামী (মানুষ)	এংহাই আলাস
আমার স্ত্রী	এংহাই খাই
ভাত	মাণ্ডী
চাল	তিখিল
তরকারি	আমখি

তথ্য সূত্র: সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ওরাওঁ পল্লি, দিনাজপুর সদর, ২৮ জুন ২০২২

[সাক্ষাৎকার প্রদানকারী: জনাব মাঘু বাকড়া, বয়স: ১৯৪৭ সালের পূর্বে জন্ম, কৃষিশ্রমজীবী (তবে এখন তিনি নিজে আর কাজ করতে পারেন না। তার পুত্ররা কাজ করেন), দিনাজপুর সদর; সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৮/০৬/২০২২) এবং জনাব কমল কুজুর, বয়স: ৩৮, পেশা: চাকরি (সিনিয়র শিক্ষক, সামাজিক বিজ্ঞান, পঞ্চগড় বি. পি. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) পঞ্চগড়; সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৯/০৬/২০২২)]।

কোচ নৃভাষা

কোচ জনগোষ্ঠী তাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় দেয়নি। বরং এই সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সুশীলচন্দ্র নিজের পদবি হিসেবে ব্যবহার করেন "রায়" এবং পল্লির সকলে নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচয় দেয়। তারা নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানায় যে তাদের ভাষাগত বা এবং সংস্কৃতিগত – সব দিক থেকেই তারা বাঙালি। [সাক্ষাৎকার প্রদানকারী: সুশীলচন্দ্র রায়, বয়স: ৮৫, পেশা: কৃষিজীবী (তবে এখন তিনি নিজে আর কাজ করতে পারেন না। তার পুত্ররা কাজ করেন), দিনাজপুর সদর; সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৮/০৬/২০২২]। তবে সরকারি বীরগঞ্জ কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. মাসুদুল হক (একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক এবং লোক সংস্কৃতি ও নৃভাষার গবেষক) বলেন যে, এই জনগোষ্ঠীর বিয়েসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সাধারণ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতো নয়। তবে সামাজিক কারণে তারা নিজেদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় দিতে চায় না। (সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৯/০৬/২০২২)।

হালজায় গ্রামের কোড়া নৃগোষ্ঠী, বিরল, দিনাজপুর

সাওতাল নৃগোষ্ঠীর সাথে পরিদর্শনকারী দলের সদস্যগণ

কড়া নৃভাষা

কড়া জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম কড়া। তবে তারা যেহেতু সার্বক্ষণিকভাবে বাংলা ভাষার সংস্পর্শে থাকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই তাদের ভাষায় বাংলা ভাষার অনেক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের নিজস্ব লিপি না থাকায় অন্য অনেক নৃগোষ্ঠীর মতো তারাও তাদের ভাষা সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে বাংলা লিপি ব্যবহার করে। পরিদর্শনকারী দলের সঙ্গে কড়া নৃগোষ্ঠীর একজন কবির পরিচয় হয়। তাঁর নাম সু সোনিয়া গান্ধী। তিনি মুখে মুখে কোড়া ভাষায়

কবিতা রচনা করেন। তাঁর গোষ্ঠীর স্কুলগামী শিশুরা সেই কবিতা বাংলা লিপিতে লিপিবদ্ধ করে রাখে। তিনি পরিদর্শকারী দলকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে এবং একটি গান গেয়ে শোনান। কোড়া নৃগোষ্ঠীর গান, কবিতা এবং বাদ্যযন্ত্রগুলো বিদ্রোহের প্রতীক। এই বিদ্রোহ দেশ-কাল-রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যক্তি সকলের সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। বাংলা অনুবাদসহ কোড়া ভাষার নমুনা নিম্নরূপ:

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোড়া ভাষায় লিখিত প্রতীকী কবিতা (এটি গান হিসেবেও গীত হয়)

কবি: সোনেয়া গান্ধী কড়া

লাল ঘোড়া, লাল সিং
চালালো কানায়া সিং।
রাজা নির্ঘুম চালালো লাড়াই
ঝাম ঝাম বাজে বলরাম সিং লাড়ে
রাজওয়া মরিয়ে গেলো
ঘোড়ওয়া ঘুরিয়ে এলো
রাজা পেগেড়িয়া আইলো নিশান।

বাংলা মূলভাব: মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযোদ্ধারা যে দুঃসাহসীর মতো রক্তে লাল হয়ে যুদ্ধ করতে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেটি প্রতীকীভাবে এই কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। যোদ্ধারা নির্ঘুম হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় অস্ত্রগুলো যেন ঝম ঝম শব্দ করছে। যুদ্ধ করতে করতে যোদ্ধারা মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু আমাদের নিশান ঘুরে এসেছে (আমাদের জাতীয় পতাকাকে নিশান বলা হয়েছে)।

[কবিতার লিখিতরূপ প্রদান ও মূলভাব প্রকাশে সহায়ক লাপোল কড়া, ২য় বর্ষের ছাত্র, নাট্যকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।]

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন

দিনাজপুর এবং পঞ্চগড় জেলায় অসংখ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। এই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোতে এগুলোর প্রতিষ্ঠাকাল, প্রতিষ্ঠাতাসহ সমকালের বিভিন্ন তথ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা, সংস্কৃত, আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় কুটিল, বাংলা, দেবনাগরী ও নসখ বা তুর্কি নেসিহ লিপিসহ বিভিন্ন লিপিতে উৎকীর্ণ আছে।

কান্তজীউ মন্দির

নয়াবাদ মসজিদ

দিনাজপুর রাজবাড়ীতে অবস্থিত মন্দিরে অবস্থিত ফলকে নাগরী লিপির নমুনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর ও আর্কাইভ অংশের নতুন ভাষা ও লিপি অনুসন্ধান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিদর্শনকারী দল দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত "চেহেলগাজী মসজিদ ও মাজার"; কাহারোল উপজেলার ঢেপা নদীর তীরে কান্তনগর গ্রামে অবস্থিত "কান্তজীউ মন্দির" বা "কান্তজীর মন্দির" (১৭২২ খ্রি.) ও নয়াবাদ গ্রামে অবস্থিত "নয়াবাদ মসজিদ" (১৭৯৩ খ্রি.) (পুরাকীর্তি, ২০২২) এবং দিনাজপুরের তাজপুর গ্রামে অবস্থিত "রামসাগর" (১৭৫৫) (রামসাগর, ২০২২) পরিদর্শন করে। এসব এলাকায় প্রাপ্ত পুরাকীর্তিতে উৎকীর্ণ বিভিন্ন ভাষা এবং লিপি ভাষা গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা

পরিদর্শনকারী দল সরেজমিনে দিনাজপুর এবং পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন উপজেলার নৃভাষাগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও জীবনাচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে নৃগোষ্ঠীসমূহের জীবিকার প্রয়োজনে নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য নির্বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবিকা সম্পর্কিত চিন্তায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে পরিদর্শনকারী টিমের ধারণা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ হচ্ছে - ওঁরাওঁ নৃগোষ্ঠীর মাছ চাষ প্রক্রিয়া। জলা-জমিহীন ওঁরাওঁ নৃগোষ্ঠী চাঁড়িতে (একুরিয়ামের জন্য) মাছের চাষ করছে (ছবি সংযুক্ত)। তারা বাড়ির উঠানে সারি সারি চাঁড়ি স্থাপন করে সেখানে পানি ও কচুরিপানা দিয়ে মাছের পোনা চাষ করছে। মাছগুলো বড়ো হলে বাজারে বিক্রি করে। তাদের এই কার্যক্রম আপাতদৃষ্টিতে তাদের জীবিকার একটি উপায় বলে মনে হলেও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মাছ চাষের এই প্রক্রিয়া বর্তমান ছাদ-বাগানের মতোই কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন এই কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা।

কৃষি শ্রমজীবী

চাড়িতে মাছ চাষ

উপক্রমণিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সকলের মাতৃভাষা সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ জুড়ে রয়েছে নৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এগুলো নিয়ে গবেষণা। পরিদর্শনকারী দল কর্তৃক নৃভাষা ও বাংলা আঞ্চলিক ভাষা সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। পুরতাত্ত্বিক নিদর্শনে উৎকীর্ণ লিপি ও ভাষা বাংলাদেশের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের। এই উপাদানগুলো ভাষা-গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহার করলে তা ফলপ্রসূ হবে। তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে বিপন্ন ভাষাসমূহসহ সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ সহজতর হবে।

তথ্যসূত্র

খাতুন, আফরোজা (২০১৪), *দিনাজপুর জেলার নৃগোষ্ঠী* (দিনাজপুরঃ অনিক প্রেস), পৃ. ১১।

দিনাজপুর জেলা ওয়েবসাইট (২০২২), Available at http://www.dinajpur.gov.bd/site/page/4d48a1f4-18fd-11e7-9461-286ed488c766, (Accessed 29th July 2022).

দিনাজপুর জেলা ওয়েবসাইট (২০২২), Available at http://www.dinajpur.gov.bd/site/top_banner/09a3f663-18ff-11e7-9461-286ed488c766, (Accessed 29th July 2022).

Banglanews24 Website (2017) বাংলাদেশে বাংলার বাইরে মাতৃভাষা আছে ৪০টি, Available at https://www.banglanews24.com/national/news/bd/546345.details. (Accessed 28th July 2022).

Ethnologue Website (2022) Languages of Bangladesh, Available at https://www.ethnologue.com/product/25-Digest-BD. (Accessed 28th July 2022).

নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ কাজে সহায়তাকারীগণ

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১.	খালেদ মোহাম্মদ জাকী	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর
২.	ড. এ. কে. এম. মাসুদুল হক	অধ্যক্ষ, সরকারি বীরগঞ্জ কলেজ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর (একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক এবং লোক সংস্কৃতি ও নৃভাষার গবেষক)
৩.	মণিসঙ্কর দাশগুপ্ত	সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, নীলফামারী সরকারি কলেজ, নীলফামারী
৪.	আবুল কালাম আজাদ	সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, সৈয়দপুর, নীলফামারী
৫.	মোঃ সারওয়ার মোরশেদ	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর
৬.	মোঃ বাকী বিল্লাহ্	সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি, সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, সৈয়দপুর, নীলফামারী
৭.	সরকার মামুনুর রশীদ	সহকারী কমিশনার (নেজারত শাখা, ট্রেজারি শাখা, কল্যাণ শাখা)
৮.	মো: আরিফুল ইসলাম	উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জেলা পরিসংখ্যান অফিস, দিনাজপুর
৯.	কমল কুজুর	সিনিয়র শিক্ষক, সামাজিক বিজ্ঞান, পঞ্চগড় বি. পি. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়

নৃ-গোষ্ঠীভাষা তথ্যছক

ভাষার নাম:

ক্রমিক নং	ভাষা সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি
৩.১	ভাষাটির বর্তমান অবস্থা – (যে কোনো ১টি) ক) ভাষা ব্যবহৃত হয় না খ) ভাষা সংকটাপন্ন বিপন্ন গ) ভাষা মারাত্মক বিপন্ন ঘ) ভাষা সুনির্দিষ্ট বিপন্ন ঙ) ভাষা ঝুঁকিপূর্ণ / অনিরাপদ চ) ভাষা নিরাপদ
৪.১.১	ভাষাটিতে বিদ্যমান সামগ্রীর ধরন – (যে কোনো ১টি) ক) সামগ্রী নেই খ) কিছু বর্ণমালা আছে গ) বর্ণমালা বা লিখিত সাহিত্য আছে ঘ) গবেষণা করার মতো সামগ্রী আছে ঙ) ভাষা গবেষণার জন্য টীকা রচনা করার মতো সামগ্রী আছে চ) ভাষা গবেষণা করার মতো পর্যাপ্ত সাহিত্য আছে
৪.১.১.১	ভাষাটির গবেষণা করার সামগ্রীর প্রাপ্যতা – (যে কোনো ১টি) ক) ছাপানো খ) ডিজিটাল ছাপানো গ) অডিও রেকর্ডিং ঘ) ডিজিটাল অডিও রেকর্ডিং ঙ) ভিডিও রেকর্ডিং
৪.১.২	ভাষাটির বিস্তারিত / পর্যাপ্ত বর্ণনা – (যে কোনো ১টি) ক) কোনো বর্ণনা নেই খ) সামান্য বর্ণনা আছে গ) শব্দকোষ এবং বর্ণনা আছে ঘ) অভিধান এবং ব্যাকরণ আছে ঙ) বিস্তারিত অভিধান ব্যাকরণ, পরিসংখ্যানগত ভাষা মডেল আছে
৪.১.২.১	ভাষাটির প্রাপ্ত বর্ণনার ধরন – (এক বা একাধিক) ক) ছাপানো / মুদ্রিত রূপ খ) ডিজিটালাইজড ছাপানো / মুদ্রিত রূপ গ) ডিজিটাল / মুদ্রিতরূপ (ফর্ম)
৪.২.১	ভাষাটির লিখন চিত্রের ধরন – (যে কোনো ১টি) ক) লিখিত রূপ নেই খ) সীমিত লিখিত ব্যবহার (বিকল্প ভাষা ব্যবহার) গ) অপদ্ধতিগত লিখিত রূপ (বিকল্প ভাষা ব্যবহার) ঘ) বর্ণমালা ছাড়া লিখিত রূপ (বিকল্প ভাষা ব্যবহার)

	ঙ) আংশিক বর্ণমালাযুক্ত প্রথাগত লিখিত রূপ (ইউনিকোড ফন্ট, কীবোর্ড) চ) সম্পূর্ণ বর্ণমালাসহ প্রমিত লিখিত রূপ
৪.২.২	ইশারা ভাষার জন্য প্রযোজ্য (অফিস কর্তৃক পূরণীয়)
৪.৩.১	ভাষাটির প্রমিতকরণের পর্যায় / অবস্থা – (যে কোনো ১টি) ক) অপ্রমিত ভাষা / ভাষা প্রমিত নয় খ) আংশিক প্রমিত ভাষা গ) ভাষার প্রমিতকরণ হয়েছে ঘ) বিধি অনুযায়ী প্রথাগত কিন্তু অধারাবাহিক ঙ) বৃটিশোত্তরকালে বৈধভাবে ব্যবহৃত চ) দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত
৫.১	দেশে ভাষাটির অবস্থা – (যে কোনো ১টি) ক) অস্বীকৃত গোত্রভাষা খ) স্বীকৃত গোত্র ভাষা গ) দাপ্তরিক নৃগোষ্ঠী ভাষা ঘ) দাপ্তরিক আঞ্চলিক ভাষা ঙ) দেশব্যাপী ব্যবহৃত ভাষা
৬.১	ভাষা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা – (সঠিক সংখ্যা ব্যাপ্তিতে টিক দিন) 0 1-9 10-99 100-999 1,000-9,999 10,000-99,999 100,000-999,999 1,000,000-9,999,9999 10,000,000-99,999,999 100,000,000-999,999,999 1,000,000,000+ POSSIBLE ANNOTATION (সম্ভাব্য টীকা)
৬.১.১	ভাষা ব্যবহারকারীর প্রকৃত সংখ্যা – (সংখ্যা, উৎস, বছর উল্লেখ করুন)
৬.২	ভাষা ব্যবহারকারীদের ভৌগোলিক বন্টন – (যে কোনো ১টি) ক) সারাদেশে ছড়ানো অবস্থায় আছে খ) ব্যবহারকারীরা একটি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো অবস্থায় আছে গ) ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে ঘ) ব্যবহারকারীরা আন্তঃসীমান্ত এলাকায় বাস করে ঙ) ব্যবহারকারীরা একটা অঞ্চলে বাস করে চ) ব্যবহারকারীরা সারাদেশে বাস করে

৬.২.১	ভাষা ব্যবহারকারীদের বসবাস – (এক বা উভয়) ক) গ্রাম এলাকায় খ) শহর এলাকায়

৬.৩

দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই ভাষা ব্যবহারকারীদের অনুপাত –		SOURCE	YEAR
no one uses the language	%		
less than 1% use the language	%		
less than 10% use the language	%		
less than 50% use the language	%		
more than 50% use the language	%		
(almost) 100% use the language			
POSSIBLE ANNOTATION			

(উৎস, বছর উল্লেখ করুন)

৬.৪

সংশ্লিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহারকারীদের সংখ্যার অনুপাত –		SOURCE	YEAR
no one uses the language	%		
less than 1% use the language	%		
less than 10% use the language	%		
less than 50% use the language	%		
more than 50% use the language	%		
(almost) 100% use the language			
POSSIBLE ANNOTATION			

(উৎস, বছর উল্লেখ করুন)

৬.৫

গোত্রের মধ্যে বয়স অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারকারীর অনুপাত –			SOURCE	YEAR
%	members of older generations among users (> 65)	%		
%	members of middle generations among users (15-65)	%		
%	members of young generations among users (> 15)	%		
POSSIBLE ANNOTATION				

(অনুপাত, উৎস, বছর উল্লেখ করুন)

৬.৬

গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক ভাষা ব্যবহারকারীর অনুপাত –	FEMALE	MALE	SOURCE	YEAR
language is no longer used	%	%		
language use is restricted to a few elders				
language use is confined to older generations	%	%		
language use is limited to middle and older generations	%	%		
language use is reduced among young generations	%	%		
language is used by all generations	%	%		
POSSIBLE ANNOTATION				
(মহিলা %, পুরুষ %, উৎস, বছর উল্লেখ করুন)				

৬.৭

সংশ্লিষ্ট গোত্রের শিক্ষার হার –		FEMALE	MALE	SOURCE	YEAR
%	no education				
%	early childhood education	%	%		
%	primary education	%	%		
%	lower secondary education	%	%		
%	higher secondary education	%	%		
%	tertiary education	%	%		
POSSIBLE ANNOTATION					
(মহিলা %, পুরুষ %, উৎস, বছর উল্লেখ করুন)					

৬.৮

সংশ্লিষ্ট গোত্রের মধ্যে পেশাগত অবস্থান / বন্টন –		FEMALE	MALE	SOURCE	YEAR
%	elementary occupations	%	%		
%	plant and machine operators and assemblers	%	%		
%	craft and related trades workers	%	%		
%	skilled agricultural, forestry and fishery workers	%	%		
%	services and sales workers	%	%		
%	clerical support workers	%	%		
%	technicians and associate professionals	%	%		
%	professionals	%	%		
%	managers	%	%		
POSSIBLE ANNOTATION (অনুপাত, মহিলা %, পুরুষ %, উৎস, বছর উল্লেখ করুন)					

৬.৯

ব্যবহারকারীদের ভাষার দক্ষতা –		FEMALE	MALE	SOURCE	YEAR
%	language is not used	%	%		
%	understand little, speak / sing none	%	%		
%	understand some, speak / sing little	%	%		
%	understand well, speak / sign some	%	%		
%	understand all, speak / sing well	%	%		
%	understand all, speak / sign fluently	%	%		
POSSIBLE ANNOTATION (অনুপাত- মহিলা %, পুরুষ %, উৎস, বছর উল্লেখ করুন)					

৬.৯.১

ভাষার অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যবহারকারীদের অনুপাত –	FEMALE	MALE	SOURCE	YEAR
no one with literacy in the language	%	%		
less than 1% with literacy in the language	%	%		
less than 10% with literacy in the language	%	%		
less than 50% with literacy in the language	%	%		
more than 50% with literacy in the language	%	%		
(almost)100% with literacy in the language				
POSSIBLE ANNOTATION (অনুপাত- মহিলা %, পুরুষ %, উৎস, বছর উল্লেখ করুন)				

৬.৯.২

ভাষায় ডিজিটাল ব্যবহারকারীদের অনুপাত –	FEMALE	MALE	SOURCE	YEAR
No digital users	%	%		
Less than 1% digital users	%	%		
Less than 10 digital users	%	%		
Less than 50% digital users	%	%		
More than 50% digital users	%	%		
(almost 100% digital users				
POSSIBLE ANNOTATION (অনুপাত- মহিলা %,পুরুষ %,উৎস, বছর উল্লেখ করুন)				

৭.১ এই ভাষা ব্যবহারের ভৌগোলিক মাত্রা / ব্যাপ্তি / বিস্তৃতি – (যে কোনো ১ টি)

ক) দেশের এক বা একাধিক এলাকায় ব্যবহৃত হয়

খ) দেশের একটি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়

গ) দেশের আন্তঃসীমান্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়

ঘ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়

ঙ) দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়

চ) একচেটিয়াভাবে দেশের সমগ্র ভূখন্ডে ব্যবহৃত হয়

ছ) পার্শ্ববর্তী দেশে ও অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়

জ) বিভিন্ন দেশে বা বিশ্বের বিশেষ কোনো অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়

ঝ) বিশ্বব্যাপী যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়

৭.২ ভাষা ব্যবহারকারীর অর্থনৈতিক মাত্রা / অবস্থান – (যে কোনো ১ টি)

ক) আর্থ-সামাজিক কোনো কার্যক্রম নেই

খ) উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে (কাঁচামাল উৎপাদন, শিকার, মৎস আহরণ, কৃষি) ভাষাটি ব্যবহৃত হয়

	গ) তৈরিকৃত সামগ্রী (অটো মোবাইল ,বস্ত্র উৎপাদন, রাসায়নিক ও প্রকৌশল শিল্প) মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষাটি ব্যবহৃত হয় ঘ) উচ্চতর পর্যায়ে (খুচরা ও পাইকারি বিক্রয়, যোগাযোগ ও বন্টন, রেস্টুরেন্ট মাধ্যম, ব্যাকিং) ভাষাটি ব্যবহৃত হয় ঙ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমে (সরকার, সংস্কৃতি, গ্রন্থাগার, শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি) তে ভাষাটি ব্যবহৃত হয় চ) উচ্চতম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে (সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃতি) ভাষাটি ব্যবহৃত হয়
৭.৩	ভাষা ব্যবহারের কার্যকারিতার মাত্রা – (এক বা একাধিক) ক) ব্যক্তি পর্যায়ে খ) দৈনন্দিন ব্যবহারে গ) সরকারি ক্ষেত্রে
৭.৩.১	প্রশাসনে ভাষাটির ব্যবহার যদি থাকে তার ধরন – ক) প্রশাসনে কোনো ব্যবহার নেই খ) শুধু সহায়ক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত গ) প্রশাসনের স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত ঘ) প্রশাসনের আঞ্চলিক স্তরে ব্যবহৃত ঙ) প্রশাসনের জাতীয় স্তরে ব্যবহৃত চ) প্রশাসনের আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবহৃত
৭.৩.১.১	প্রশাসনে ভাষাটি ব্যবহারের ধরন – ক) কথ্য / ইশারা রূপ খ) লিখিত / অসমনিয়ত রূপ গ) ডিজিটিালাইজড রূপ
৭.৩.২	আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভাষাটির ব্যবহার – (এক বা একাধিক) ক) শিক্ষায় কোনো ব্যবহার নেই খ) প্রাক প্রাথমিকে গ) প্রাথমিকে ঘ) নিম্ন মাধ্যমিকে ঙ) উচ্চমাধ্যমিকে চ) উচ্চ শিক্ষায়
৭.৩.৩	নৃ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাষাটির ব্যবহার – ক) ভাষায় নৃ-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নেই খ) অনানুষ্ঠানিক শিখনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় গ) প্রথাগত চারুকারু শিল্পে ব্যবহৃত হয় ঘ) সংগীত ও নৃত্যকলায় ব্যবহৃত হয় ঙ) সামাজিক অনুশীলন, আচার ও উৎসবে ব্যবহৃত হয় চ) প্রথাগত আইন / বিধিতে ব্যবহৃত হয় ছ) প্রথাগত চিকিৎসায় ব্যবহার জ) প্রকৃতি ও বৈশ্বিক জ্ঞান ও অনুশীলনে ব্যবহার ঝ) প্রথা ও অভিব্যক্তি প্রকাশে ব্যবহার
৭.৩.৪	সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভাষাটির ব্যবহার – (এক বা একাধিক)

<table>
<tr><td></td><td>ক) স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যবহার নেই
খ) স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত অনুবাদে ব্যবহার
গ) স্বাস্থ্যসেবা তথ্যে ব্যবহার
ঘ) সেবিকা সেবায় ব্যবহার (বয়স্কদের জন্য)
ঙ) ডাক্তার-রোগী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার
চ) সাধারণভাবে স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহার</td></tr>
<tr><td>৭.৩.৫</td><td>তথ্য, যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভাষাটির ব্যবহার – (এক বা একাধিক)
ক) তথ্য, যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে ব্যবহার নেই
খ) প্রকাশনা কাজে ব্যবহৃত (বই, লিফলেট,অভিধান) হয়
গ) শব্দ রেকর্ডিং এবং সংগীত প্রকাশনায় ব্যবহৃত হয়
ঘ) চলচিত্র, ভিডিও এবং টিভি প্রোগ্রাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
ঙ) কর্মসূচি এবং সম্প্রচারে ব্যবহৃত হয়
চ) তথ্য সেবা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়</td></tr>
<tr><td>৭.৩.৫.১</td><td>সাময়িকী প্রকাশে ভাষাটির ব্যবহার –
ক) কোনো সাময়িকী নেই
খ) এক বা একাধিক বার্ষিকী
গ) এক বা একাধিক ত্রৈমাসিক বা দ্বিবার্ষিক ম্যাগাজিন
ঘ) এক বা একাধিক সাপ্তাহিক বা মাসিক বা দ্বিমাসিক ম্যাগাজিন
ঙ) এক বা একাধিক সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্র
চ) এক বা একাধিক দৈনিক সংবাদপত্র</td></tr>
<tr><td>৭.৩.৫.১.২</td><td>ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকীর ধরন –
ক) ছাপানো / মুদ্রিত সাময়িকী
খ) ডিজিটালাইজড মুদ্রিত সাময়িকী
গ) ডিজিটাল সাময়িকী (অনলাইন Basis)</td></tr>
<tr><td>৭.৩.৫.১.৩</td><td>মুদ্রিত সাময়িকীর সংখ্যা –
ক) সংখ্যা</td></tr>
<tr><td>৭.৩.৫.২</td><td>ভাষাটি বেতারে ব্যবহারের অবস্থা / ধরন- (এক বা একাধিক)
<table>
<tr><td colspan="6">No program</td></tr>
<tr><td>Irregular programs</td><td>BROADCAST HOURS</td><td>L</td><td>R</td><td>N</td><td>I</td></tr>
<tr><td>Regular bimonthly, monthly Programs</td><td>BROADCAST HOURS</td><td>L</td><td>R</td><td>N</td><td>I</td></tr>
<tr><td>Regular weekly programs</td><td>BROADCAST HOURS</td><td>L</td><td>R</td><td>N</td><td>I</td></tr>
<tr><td>Regular daily programs</td><td>BROADCAST HOURS</td><td>L</td><td>R</td><td>N</td><td>I</td></tr>
<tr><td colspan="2">Permanent programs</td><td>L</td><td>R</td><td>N</td><td>I</td></tr>
<tr><td colspan="6">POSSIBLE ANNOTATION / NUMBER OF STATION / ……</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>৭.৩.৫.২.১</td><td>বেতারে প্রচারিত কর্মসূচিতে ভাষা ব্যবহারের ধরন –
ক) একক ভাষায় ব্যবহৃত হয়
খ) দ্বৈত ভাষায় ব্যবহৃত হয়</td></tr>
</table>

৭.৩.৫.২.২	যদি বেতার কর্মসূচি থাকে, তাহলে তার ধরন – ক) এন্টেনা সম্প্রচার খ) ডিজিটালাইজড এন্টেনা সম্প্রচার গ) ডিজিটাল সম্প্রচার
৭.৩.৫.২.২.১	যদি এন্টেনা সম্প্রচার হয়, তাহলে তরঙ্গ ব্যান্ড-এর ব্যবহার – (টিক চিহ্ন দিন) LF, MF, HF, VHF
৭.৩.৫.২.৩	যদি বেতার কর্মসূচি থাকে, তাহলে স্টেশনের ধরন – ক) সরকারি সম্প্রচার খ) ব্যক্তিগত সম্প্রচার গ) গোষ্ঠী-চালিত কেন্দ্র
৭.৩.৫.৩	টেলিভিশনে ভাষাটির ব্যবহার – ক) কর্মসূচি নেই খ) অনিয়মিত কর্মসূচি আছে গ) নিয়মিত দ্বিমাসিক, মাসিক কর্মসূচি আছে ঘ) নিয়মিত সাপ্তাহিক কর্মসূচি আছে ঙ) নিয়মিত দৈনিক কর্মসূচি আছে চ) স্থায়ী কর্মসূচি আছে
৭.৩.৫.৩.১	টেলিভিশনে ভাষাটির ব্যবহারের ধরন – ক) একক ভাষায় খ) দ্বৈত ভাষায়
৭.৩.৫.৩.২	টেলিভিশনে সম্প্রচারের ধরন ও পদ্ধতি – ক) এন্টেনা সম্প্রচার খ) ডিজিটালাইজড এন্টেনা সম্প্রচার গ) ডিজিটাল সম্প্রচার
৭.৩.৫.৩.৩	টেলিভিশন স্টেশনের ধরন – ক) সরকারি সম্প্রচার খ) ব্যক্তিগত সম্প্রচার গ) গোষ্ঠী-চালিত কেন্দ্র
৭.৩.৫.৪	ডিজিটাল ভাষার ব্যবহার – (এক বা একাধিক) ক) ডিজিটাল উপস্থাপনা নেই খ) টেক্সট ও মেসেজে ব্যবহার গ) সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহার ঘ) ব্লগ, ওয়েব পেইজ ও ই-বুকে ব্যবহার ঙ) শিক্ষা বিনোদনের সামগ্রী ও সেবায় ব্যবহার চ) ভাষায় যোগাযোগ মাধ্যমের স্থানীয় সম্মিলন ছ) ভাষায় ওয়েব সার্চ ও ই-কমার্সের স্থানীয়করণ জ) ভাষায় অপারেটিং সিস্টেমে স্থানীয়করণ ঝ) ভাষায় যান্ত্রিক অনুবাদ-এর ব্যবহার ঞ) ভাষাটির উচ্চ পর্যায়ে একটি ক্ষেত্রনাম (Domain Name) আছে
৭.৩.৬	আইনি পদ্ধতিতে ভাষার ব্যবহার – (এক বা একাধিক) ক) আইনি পদ্ধতিতে ব্যবহার নেই খ) কথ্য / ইশারা প্রশংসাপত্রে অনুবাদসহ ব্যবহার গ) লিখিত জমাদানে অনুবাদসহ ব্যবহার

	ঘ) আদালতের কার্যক্রমে ব্যবহার ঙ) আইনগত লেনদেনে ব্যবহার চ) বিধিসম্মত ধারা ও সংশ্লিষ্ট আইনে ব্যবহার
৭.৩.৬.১	আদালতে ব্যবহৃত ভাষাটির আইনি ক্ষেত্র / প্রসঙ্গ – ক) প্রশাসনিক আইন / আদালত / কার্যাবলি খ) দেওয়ানি বিধি / আদালত / কার্যাবলি গ) ফৌজদারি আইন / আদালত / কার্যাবলি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com